শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম -পদবী পরিবর্তন

I, Sk. Manirul Islam, S/o. Sekh Firoj Ali, R/o. Jangalsufi, Borhal, Satgharh, Jangipara, Hooghly-712404, W.B., do hereby declare that in my Son's Birth Certificate (being Regd. No. B/2024/1051239, dated 07/08/2024) where his name has been recorded as Sk Md Mizan Hamza instead of his correct name Sk Mizan Hamra, which I want to rectify, when & where necessary. Henceforth, my son will be known as Sk Mizan Hamra instead of Sk Md Mizan Hamza and all his relevant documents should be corrected accordingly. That my son Sk Mizan Hamra & Sk Md Mizan Hamza S/o. Sk. Manirul Islam both are the same & one identical person vide an affidavit no. 20950 dated 08/10/2026, sworn before Judicial Magistrate, Hooghly at Chinsurah Court.

গত 30/09/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলী, শ্রীরামপুর, কোর্টে 20382 নং এফিডেভিড বলে আমি, Sk. Mahabub Rahaman, S/o. Sk Ramjan Ali, R/o. Borhal, Satgara, Jangipara, Hooghly, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যার জন্ম সার্টিফিকেটে (Being Regn. No. B-2024/1719192, Old No. 280, dated 25/11/2013,) কন্যার সঠিক নাম Ruhina Khatun-এর পরিবর্তে Mst Ruhina Khatun লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিয়া কন্যার সঠিক নাম Mst Ruhina Khatun লিপিবদ্ধ করিতে চাই। আমার কন্যা Ruhina Khatun ও Mst Ruhina Khatun সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

গত 09/10/2026 তারিখে নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে 12 নং এফিডেভিট বলে আমি Arpita Ghosh(Kole) (old name), W/o. Sri Debal Jyoti Kole, R/o. Lake City Apartment, Type 2, Series 3, Flat No. D, 56/1, Khan Road, P.O. Mankundu, P.S. Bhadreswar, Dist. Hooghly, Pin 712139, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Arpita Ghosh(Kole) নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Arpita Ghosh (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Arpita Ghosh & Arpita Ghosh(Kole) W/o. Sri Debal Jyoti Kole, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 02/07/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 15978 নং এফিডেভিড বলে আমি Dibyendu Pal S/o. Nabakumar Pal ও Dibyendu Paul S/o. N. K. Paul সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 01/09/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 15225 নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Hayatuddin S/o. Dayud Rahaman ও Hayatuddin S/o. D. Rahaman সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 09/10/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 51 নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Ismat Ali ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sk Idris Mohammad ও Sk I Ali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 09/10/2026, S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 50 নং এফিডেভিট বলে আমি Saifuddin Sarkar ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Abdul Halim Sarkar ও Sk Halim সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 15/06/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 14327 নং এফিডেভিট বলে আমি Rinku Jha W/o. Vivekanda Jha ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যা Saumya Jha ও Saumya D/o. Vivekanda Jha & Rinku Jha সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

গত 09/10/2026 তারিখে নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে 3347 নং এফিডেভিট বলে আমি Sanjoy Chakraborty (old name), S/o. Shanti Nath Chakraborty, R/o. 2 No. Kapasdanga, Nepal Chowdhury Bagan, P.S. Chinsurah, P.O. & Dist. Hooghly-712103, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Sanjoy Chakraborty নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sanjay Chakraborty (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Sanjoy Chakraborty & Sanjay Chakraborty, S/o. Shanti Nath Chakraborty, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

I, Sonali Khatun, W/o. Sk Mohammad Iyasin, D/o. Fazlur Rahaman, R/o. Vill Bakkeshwar, P.O. Amra, P.S. Dadpur, Dist. Hooghly, Pin-712149, W.B. do hereby declare that, I have changed my Surname from Khatoon to Khatun vide Affidavit No. 5942, dated 13.02.2026, sworn before the Ld. Judicial Magistrate, (1st Class), Hooghly at Chinsurah Court. Henceforth, I shall be known as Sonali Khatun instead of Sonali Khatoon and all my relevant documents should be corrected accordingly. It is further stated that Sonali Khatun and Sonali Khatoon is the same and one identical person.

গত 11/09/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলী, চুঁচুড়া, কোর্টে 21814 নং এফিডেভিড বলে আমি, Amit Bag, S/o. Jayanta Bag, R/o. Sukharia, Somra, Balagarh, Hooghly-712123, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্রের আধার কার্ডে পুত্রের সঠিক নাম Arish Bag-এর পরিবর্তে Parish Bag লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিয়া পুত্রের সঠিক নাম Arish Bag লিপিবদ্ধ করিতে চাই। আমার পুত্র Arish Bag ও Parish Bag সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

আমি Sunanda Pramanick, D/o. Gopal Pramanick, গত ইং 25/05/2012 তারিখে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়াছি এবং Md Nasiruddin Ansari S/o. Sarfuddin Ansari মহাশয়ের সহিত বিবাহের পর আমি নাম পরিবর্তন করিয়া Kanish Fatma নামে পরিচিত হইয়াছি। 14/09/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, হুগলী, চুঁচুড়া, কোর্টে 21672 নং এফিডেভিট বলে Kanish Fatma W/o. Md Nasiruddin Ansari, D/o. Gopal Pramanick, & Sunanda Pramanick, D/o. Gopal Pramanick, R/o. 680/A, Basudebpur Old Brick Field, Tribeni, Mogra, Hooghly-712503, W.B. সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

CHANGE OF NAME

I, **Pinki Sarkar,** W/O Shushant Sarkar, D/O Dilip Datta, residing at Ghola "D" Block, Krishna Thakur Road, Ghola, Dist: 24 Pgs (North) do hereby declare that in my birth certificate my name has been wrongly recorded **"Peli Dutta"** in place of my correct name **"Pinki Dutta". "Pinki"** is my good name & **"Peli"** is my nick name. I got married with Shushant Sarkar and since marriage I am known **"Pinki Sarkar"** W/O Shushant Sarkar. **"Pinki Sarkar"** W/O. Shushant Sarkar and **"Peli Dutta"** D/O Dilip Datta is the same and one identical person through an affidavit 1st class Judicial Magistrate Court Barrackpur, North 24 Parganas dt. 08.10.2026.

CHANGE OF NAME

I, Rajesh Cheruparambath, hereby declare that "Rajesh Cheruparambath", "C. Rajesh" and "Cheruparambath Rajesh" refer to one and the same person, as affirmed vide Affidavit No. 88140 sworn before the Judicial Magistrate, 1st Class, Alipore, South 24 Parganas, West Bengal, on 8 October 2026.

আমি, কার্তিক নন্দী ,পিতা: স্বর্গীয় মদন মোহন নন্দী, ২০, জে.এন. লাহিড়ী রোড, শ্রীরামপুর, হুগলি-৭১২২০১-এর বাসিন্দা, এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, শ্রীরামপুরের ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে দাখিলকৃত হলফনামা নং 21085 তারিখ: 09/10/2026 এর মাধ্যমে নাম পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে এখন থেকে আমি 'কার্তিক কুমার নন্দী' নামে পরিচিত হব। কার্তিক নন্দী এবং কার্তিক কুমার নন্দী—উভয় নামেই আমি একই ব্যক্তি।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল ১) শ্রী কানাইয়া সাউ, ২) শ্রী বিজয় কুমার সাউ, উভয়ের পিতা-শ্রী মনুলাল সাউ, সাং ৪, দিলারজং রোড, পোষ্ট কাশীপুর, কোলকাতা-২। শ্রীমতি প্রভাতী ভান্ডারী ও অন্যান্য সকলের পিতা-স্বর্গীয় পরিতোষ ভান্ডারী মহাশয়ার পক্ষে আমমোক্তারকারী নিযুক্ত শ্রীমতি মঞ্জুশ্রী রায়, স্বামী গনেশ চন্দ্র রায় মহাশয়ার নিকট হইতে এ.ডি.এস.আর. রাণীহাটি অফিসে ৬/২০০৬ নং আমমোক্তারনামা দলিল দ্বারা থানা সাঁকরাইল, মৌজা-আড়গোড়ী, জে.এল. নং ২৭, এল.আর. খতিয়ান নং-২২৩, ৯৮৩, ১৭৯৭, সাবেক খতিয়ান ১২৬, এল.আর. ১১৪২ নং দাগে ২২ শতক শালি জমি ৯১০৮/২০০৬ দলিল মূলে এস.বি. ওভারসিজ প্রাইভেট লিমিটেড ক্রয় করেন এবং ডি.এস.আর. হাওড়া-২ অফিসে ০৩৩৬৭/২০২৬ নং দলিলে ১১.৫৮ শতক শালি জমি বিক্রয় করেন। ডি.এস.আর. হাওড়া-২ অফিসে ০৩৩৬৭/ ২০২৬ নং দলিলে ক্রয় করে নাম পত্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে দাতাগনের বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাহারো কোন আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে বি.এল. এন্ড এল.আর. সাঁকরাইল অফিসে অ্যাপিল করতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হইবে।

অসিত কুমার দে
অ্যাডভোকেট
No. F375/355/78

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **১)সন্ধ্যা কুমার,** স্বামী ৺তারক দাস কুমার, সাকিম ৯৬ বি কে পাল এভেনিউ, হাটখোলা, হেস্টিংস, কোলকাতা ৭০০০০৫, মহাশয়া, বিগত ইং ১০/১১/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত **IV-00019/2023** নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমাকে (**কাজল কুমার,** পিতা ৺তারক দাস কুমার, সাকিম ৯৬ বি কে পাল এভেনিউ, হাটখোলা, হেস্টিংস, কোলকাতা ৭০০০০৫,), ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে আমি নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ২৯/১০/২০২৫ তারিখে A.D.S.R. পান্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত **I-05775/2025** নং বিক্রয় কোবালা দলিল মুলে **আক্কাশ আলি সাহানা,** পিতা ইয়াসিন সাহানা, বাঁটিকা মুসলিমপাড়া, বৈঁচি, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৩৪, মহাশয়কে বিক্রয় করিয়াছি। **তপশীল**- জেলা হুগলী, থানা পাণ্ডুয়া, মৌজা ভোঁপুর, জে.এল.নং ১২, হাল এল.আর ১৫৭৮, ১৫৭৯, ১৫৮০, ১৫৮১ নং খতিয়ান হইতে হাল এল.আর ১৫৬৫ দাগের শালি বর্তমানে ভিটি জমি ষোল আনায় ১৪ শতক সম্পত্তি উক্ত বিক্রয় কোবালা দলিলে আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **আক্কাশ আলি সাহানা,** তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল অ্যান্ড এল.আর.ও **পাণ্ডুয়া ব্লক** অফিসে আবেদন করিয়াছি/করিতেছি, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- কাজল কুমার (আমমোক্তার)

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জন সাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল পারভেজ আলম ২) ইবরার আলম ৩) জাভেদ আলম ৪) জুবের আলম সকলের পিতা আব্দুল হালিম, সকলের সাং ২৯/সি, পি কে দাস লেন, পোষ্ট রিষড়া, থানা শ্রীরামপুর, জেলা- হুগলী, গনরা গত ইংরাজী ১৮.১০.২০১৬ তারিখে একটি জমি ক্রয় করেন যাহার মৌজা খুরিগাছি, জে এল নং ২০, আর এস দাগ নং ১০৭৮, আর এস খতিয়ান নং ১৩৬, এল আর দাগ নং ১১০৩, এল আর খতিয়ান নং ২৪০, জমির পরিমান ০২ কাঠা ০৮ ছটাক, জমির শ্রেনী শালি, থানা ভদ্রেস্বর, জেলা হুগলী যাহার দলিল নমগ ৩২৭২/২০১৬ যাহা এ ডি এস আর চন্দননগর এ রেজিস্ট্রী কৃত হইতেছে। যাহা কাজী মহম্মদ ইসলাম পিতা স্বর্গীয় কাজী মহম্মদ রফিকুদ্দিন ওরফে রফিক, ২) কাজী মহম্মদ ইব্রাহিম পিতা স্বর্গীয় কাজী মহম্মদ রফিকুদ্দিন ওরফে রফিক ৩) জবন্নেশা খাতুন স্বামী স্বর্গীয় কাজী মহম্মদ ইসরাইল ৪) কাজী ইয়াসিন পিতা কাজী মহম্মদ ইসরাইল, ৫) কাজি সেত্তাজ ওরফে কাজী সেতাজ ৬) নাজমাউল খাতুন পিতা স্বর্গীয় কাজী মহম্মদ ইসরাইল সকলে মিলিয়া নিম্নলিখিত জমিটি বিক্রয় করিবার জন্য সফি জাফর শাহিদ পিতা মহম্মদ শাহিদ আকতার কে জেনারেল পাওয়ার এ্যাটর্নি করিয়া দেন, যাহার নং ২৭১ যাহা বহি নং IV, ভলুম নং ০৬০৪- ২০২৬, পৃষ্ঠা ৩৯৯৬ হইতে ৪০১৪ যাহার দলিল নং ০৫০৪০২৭১/ ২০১৬ তাং ২৩.০৮.২০১৬ যাহা এ ডি এস আর চন্দননগর এ রেজিস্ট্রীকৃত হইতেছে।

উক্ত জেনারেল পাওয়ার এ্যাটর্নি মারফৎ উক্ত জমি আমার মক্কেল গন ক্রয় করিবার পর বর্তমানে নিজ নিজ নাম রেকর্ড করিবার জন্য চন্দননগর খলিশানী, সিঙ্গুর ব্লক - বি এল এন্ড এল আর ও অফিসে আবেদন করেন ইহাতে কেউ বা কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে স্বয়ং কিংবা উকিল বাবুর মারফৎ আপত্তি দাখিল করিবেন নচেৎ আবেদনকারী গনের নাম নথিভুক্ত করা হইবে উপরিউল্লিখিত তপশীল সম্পত্তি বর্তমান পর্চায়।

SAYED SHAKIL AHAMED
ADVOCATE
Serampore Court

সাধারন বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণ কে জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তপশীলে বর্ণিত সম্পত্তিটি যাহা বিবরন - জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, থানা- বিষ্ণুপুর, মৌজা- আমতলা, জে.এল. নং- ৭৩, আর. এস. দাগ নং- ৬৯৩ /১১৮৪, ১১৮৪, এল. আর. দাগ নং- ১৬৩৪, এল. আর. খতিয়ান নং- ৪৫৩৫, জমির পরিমাণ- ০৬ শতক, ও যাহার বর্তমান মালিক (১) কহিনুর বিবি (২) কাজী মহঃ মোজাম্মেল (৩) কাজী মহঃ আমিন (৪) কাজী মহঃ আজিজ (৫) কাজী নসরত বেগম, ইহারা সকলেই মৃত কাজী নজরুল হোসেনের উত্তরাধিকারী হইতেছে। আমার মক্কেল শ্রী ধনঞ্জয় রায় উক্ত মালিকগণের নিকট হইতে উক্ত সম্পত্তি খরিদ করিতে ইচ্ছুক। উক্ত সম্পত্তির উপর যদি কোন ব্যক্তি বা সংস্থার কোনরূপ দাবি, আপত্তি, স্বত্ব, বন্ধক, লিয়েন বা অন্য কোন অধিকার থাকে, তাহা হইলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর সহিত সমস্ত প্রমাণপত্র সহ যোগাযোগ করিতে অনুরোধ করা হইতেছে। উক্ত সময়ের মধ্যে কোন আপত্তি না পাওয়া গেলে, ধরা হইবে যে উক্ত সম্পত্তির উপর কাহারো কোন আপত্তি নাই এবং আমার মক্কেল উক্ত সম্পত্তি খরিদ করিয়া লইবেন। তৎপর কোন আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

স্বা/- **সজল দাস**
অ্যাডভোকেট
আলিপুর পুলিশ কোর্ট, কলকাতা - ৭০০০২৭,
মোঃ - ৯৮৩১১৭৭৮৭৩ / ৮২৪০১৬৮৫০০

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

আ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ,
মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। **মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, **মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৫৩৩**

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন,
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। **মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।**

মিডিয়া হাউস,
প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। **মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।**

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন,
প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। **মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩১২৬৭১।**

A2Advantage Ad Agency,
শেফালী আচার্য্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫

মা তারা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী,
অক্ষয় ধীবর, শঙ্করী অ্যাপার্টমেন্ট, ফটকদুয়ার রোড, রামপুরহাট, বীরভূম- ৭৩১২২৪, (বর্ণপরিচয় স্কুলের কাছে), ৯৪৩৪২৫২৫০৪, maatara.adagency@gmail.com

পুরুলিয়া

অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া

ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওড়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, **ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮**

বালি ফটোকপি সার্ভিস,
সন্দীপ দে, ২৫, ধর্মতলা রোড (বেলুড় স্টেশন রোড), ধর্মরাজ জিউ মন্দিরের কাছে, বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২, **মোঃ ৯৪৩২২৩২৫২৩।**

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

আত্মনির্ভর ভারতের লক্ষ্যে যুদ্ধজাহাজ নির্মাণে গতি বাড়ানোর ডাক নৌবাহিনীর ভাইস চিফের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দেশের সামুদ্রিক প্রতিরক্ষা সক্ষমতা আরও শক্তিশালী করতে আত্মনির্ভর ভারতের রূপকল্প বাস্তবায়নে যুদ্ধজাহাজ নির্মাণে গতি বাড়ানোর উপর জোর দিলেন ভারতীয় নৌবাহিনীর ভাইস চিফ অ্যাডমিরাল অজয় কোচার। তাঁর বক্তব্য, বর্তমানে দেশের বিভিন্ন শিপইয়ার্ডে ৪২টিরও বেশি যুদ্ধজাহাজ নির্মাণাধীন রয়েছে। পাশাপাশি ১০টি বড় প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৭৮টি জাহাজ ও সাবমেরিন এবং ১২৭টি ফাস্ট ইন্টারসেপ্টর ক্রাফটের চুক্তি বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। এর মাধ্যমে একটি শক্তিশালী, স্বনির্ভর ও বিশ্বমানের সামুদ্রিক শিল্প ইকোসিস্টেম গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়েই এগোচ্ছে দেশ।

তিনি বলেন, নতুন প্রতিটি যুদ্ধজাহাজকে কমিশনিংয়ের প্রথম দিন থেকেই পূর্ণ কার্যক্ষম হতে হবে। সেই কারণে জাহাজে থাকা অস্ত্র, সেন্সর, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং অন্যান্য প্রযুক্তিগত সরঞ্জামকে নকশা অনুযায়ী নির্ভুলভাবে কাজ করতে হবে।

একই সঙ্গে প্রতিটি নতুন জাহাজে আগের অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটানোরও আহ্বান জানান ভাইস অ্যাডমিরাল কোচার। তাঁর মতে, বিশ্বের আধুনিক নৌবাহিনীগুলিতে ধারাবাহিক আপগ্রেড এবং স্পাইরাল ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে সক্ষমতা বাড়ানো হচ্ছে। তাই ভারতীয় শিপইয়ার্ডগুলিতেও আগের প্রকল্পের অভিজ্ঞতা দ্রুত কাজে লাগিয়ে নির্মাণাধীন জাহাজে উন্নত প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

গার্ডেনরিচ রিপেয়ার অ্যান্ড শিপবিল্ডার্স ইঞ্জিনিয়ার্স (জিআরএসই)-র প্রশংসা করে তিনি বলেন, ইতিমধ্যেই ১০০টিরও বেশি জাহাজ সরবরাহ করে সংস্থাটি প্রকৃত অর্থেই একটি 'নবরত্ন' হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। গত পাঁচ থেকে সাত বছরে জিআরএসই যে দ্রুত অগ্রগতি এবং সাফল্য অর্জন করেছে, তার জন্য সংস্থার প্রত্যেক কর্মীকে অভিনন্দন জানান তিনি।

বেলেঘাটা-আইটি সেন্টার মেট্রোপথে শুরু হল ট্রায়াল, বছরের শেষে চালু হবে পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মহালয়ার দিন দক্ষিণ কলকাতা থেকে সল্টলেক ও নিউটাউনের তথ্যপ্রযুক্তি কেন্দ্রে যাতায়াত আরও সহজ করার পথে এগোল অরেঞ্জ লাইনের কাজ। বেলেঘাটা থেকে আইটি সেন্টার পর্যন্ত নতুন অংশে শনিবার প্রথম পরীক্ষামূলক ট্রেন চালানো হল। রেল বিকাশ নিগম লিমিটেডের (আরভিএনএল) বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে এই পরীক্ষা চালানো হয়। এর মাধ্যমে নিউ টাউনের সঙ্গে দক্ষিণ কলকাতার সরাসরি মেট্রো যোগাযোগ চালুর প্রস্তুতিতে আরও এক ধাপ এগোল কলকাতা মেট্রো।

মেট্রো সূত্রে খবর, ট্রায়াল রান সফল হওয়ার পরে এবার নতুন অংশে সিগন্যাল ব্যবস্থার পরীক্ষা শুরু হবে। এই পথে অত্যাধুনিক যোগাযোগনির্ভর ট্রেন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বা সিবিটিসি চালুর প্রস্তুতি চলছে। ট্রেনের নিরাপদ চলাচল, সিগন্যালের কার্যকারিতা-সহ একাধিক বিষয় খতিয়ে দেখার পরেই যাত্রী পরিষেবা শুরুর অনুমতি পাওয়া যাবে। যদিও এই বিষয়ে মেট্রো কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য, সব পরীক্ষা নির্ধারিত মানে উত্তীর্ণ হলে ২০২৬ সালের শেষের দিকে কবি সুভাষ থেকে আইটি সেন্টার পর্যন্ত সরাসরি ট্রেন চালানো। তবে সেই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে এখনও কয়েকটি ধাপ পেরোতে হবে কলকাতা মেট্রোকে। সিগন্যাল ব্যবস্থা যাচাই করার পাশাপাশি নিরাপত্তা সংক্রান্ত পরীক্ষা এবং কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটির (সিআরএস) ছাড়পত্র পেতে হবে। ফলে ট্রায়াল রান শুরু হলেও কবে থেকে সাধারণ যাত্রীরা এই পথে মেট্রোয় উঠতে পারবেন, তা এখনও নিশ্চিত বলেনি মেট্রো কর্তৃপক্ষ। কবি সুভাষ থেকে জয় হিন্দ বিমানবন্দর পর্যন্ত প্রায় ৩২ কিলোমিটার দীর্ঘ অরেঞ্জ লাইনের একাধিক অংশে ধাপে ধাপে কাজ এগোচ্ছে কর্তৃপক্ষ। কবি সুভাষ থেকে রুবি এবং রুবি থেকে বেলেঘাটা পর্যন্ত পথে ইতিমধ্যেই মেট্রো চলছে। এবার বেলেঘাটা থেকে আইটি সেন্টার পর্যন্ত অংশ চালু হলে রুটের পরিধি আরও বাড়বে। দক্ষিণ কলকাতা থেকে সল্টলেক ও নিউ টাউনের তথ্যপ্রযুক্তি এলাকায় যাতায়াতের ক্ষেত্রে নতুন বিকল্প তৈরি হবে। আর এই সংযোগ চালু হলে বিশেষ করে তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থায় কর্মরত মানুষ বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। এখন সড়কপথে যাতায়াতের সময়ে যানজটের কারণে অনেক ক্ষেত্রে গন্তব্যে পৌঁছতে দেরি হয়। মেট্রো চালু হলে নির্দিষ্ট সময়ে যাতায়াতের সুযোগ পাওয়া যাবে। কর্মসূত্রে দক্ষিণ কলকাতা থেকে নিউটাউন বা সল্টলেকে যাঁদের নিয়মিত যাতায়াত করতে হয়, তাঁদের কাছে এই পরিষেবা বিশেষ সুবিধার হতে পারে। তবে অরেঞ্জ লাইনের কাজের পথে বাধাও কম ছিল না। চিংড়িঘাটা এলাকায় জমি এবং নির্মাণকাজ ঘিরে আইনি জটিলতায় দীর্ঘদিন প্রকল্পের একটি অংশের কাজ আটকে ছিল। সেই বাধা কাটিয়ে বেলেঘাটা থেকে আইটি সেন্টার পর্যন্ত ট্রায়াল রান শুরু হওয়ায় প্রকল্পের বাকি অংশ চালুর আশা জোরালো হয়েছে। এখন সকলের নজর সিগন্যাল পরীক্ষা, নিরাপত্তার ছাড়পত্র এবং যাত্রী পরিষেবা শুরুর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কবে হয়, তার দিকেই।

মহালয়ার তর্পণে ভিড় বারুইপুরের সদাব্রত ঘাটে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারুইপুর: প্রতি বছরের মতো এবারও মহালয়ার ভোর থেকেই তর্পণ শুরু হয় বারুইপুরের সদাব্রত ঘাটে। শুধু বারুইপুর নয়, আশপাশের বিভিন্ন প্রান্ত ছাড়াও জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ আসেন নিমাই সন্ন্যাসীর পদধূলি ধন্য এই সদাব্রত ঘাটে তর্পণের জন্য। শনিবার ভোর থেকেই পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে জল, তিল অন্ন নিবেদন করা হয় এই তর্পণের মাধ্যমে। হিন্দুধর্মে দেবতা, ঋষি এবং মৃত পূর্বপুরুষদের সন্তুষ্ট করতে ও তাঁদের আত্মার শান্তির উদ্দেশ্যে জল, তিল ও অন্ন নিবেদন করার প্রথাকে তর্পণ বলা হয়। বংশের যে সকল পিতৃপুরুষ পরলোক গমন করেছেন, তাঁদের প্রীতির উদ্দেশ্যে মন্ত্র উচ্চারণ করে জল ও তিল অঞ্জলি দেওয়া হয়, যাতে তাঁদের আত্মা শান্তি লাভ করে। বলা হয়, মৃত পূর্বপুরুষরা সন্তুষ্ট হলে পরিবারের ওপর তাঁদের আশীর্বাদ বর্ষিত হয় এবং পরিবারে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি বজায় থাকে। পিতৃপুরুষ, দেবতা ও ঋষিদের প্রতি মানুষের যে স্বাভাবিক ঋণ বা দায়বদ্ধতা থাকে, তর্পণের মাধ্যমে তা শোধ করার চেষ্টা করা হয়। শাস্ত্র অনুযায়ী, তর্পণ ও পিণ্ডদানের ফলে মৃত আত্মারা নরক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পায় এবং জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে পরিত্রাণ বা মোক্ষ লাভ করতে পারেন বলে বিশ্বাস করা হয়। আর এই বিশ্বাসে ভরসা করেই প্রতি বছর মহালয়ার পুণ্য তিথিতে বিভিন্ন গঙ্গার ঘাটে মানুষজন ভিড় করেন তর্পণের উদ্দেশ্যে। বারুইপুরের আদি গঙ্গার সদাব্রত ঘাটেও এদিন ভোর থেকেই তর্পণের জন্য উপচে পড়া ভিড়।

শোভাবাজার রাজবাড়িতে সম্পন্ন দেবীর চক্ষুদান পর্ব। ছবি: অদিতি সাহা

শিলিগুড়ির ঐতিহ্যবাহী মিত্র সম্মিলনীর ১০০তম বর্ষের শারদীয় দুর্গাপুজো পরিক্রমায় উপস্থিত হলেন পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ।

জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণের দাবিতে হাজরা মোড়ে কংগ্রেস কর্মীদের র‍্যালি।

দুর্গাপুজোর আবহে পার্ক সার্কাস সেভেন পয়েন্টে আলপনা আঁকলেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা: দুর্গাপুজোর আবহে কলকাতার ঐতিহ্যবাহী পার্ক সার্কাস সেভেন পয়েন্টে শিল্পীদের সঙ্গে আলপনা আঁকার কাজে হাত লাগালেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। উৎসবের আগমনী বার্তাকে স্বাগত জানাতে এবং বাংলার সমৃদ্ধ লোকশিল্প ও সংস্কৃতির উদযাপন করতে রাজপথে এই রঙিন চিরাচরিত আলপনা আঁকার উদ্যোগ নেন তিনি।

আলপনা আঁকার ফাঁকে অগ্নিমিত্রা বলেন, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সরকারের আমলে আমরা পার্ক সার্কাসে আলপনা আঁকার এই উদ্যোগ নিয়েছি। এই সেই পার্ক সার্কাস, যা একসময় ভারত-বিরোধী স্লোগানের জন্য পরিচিত হয়ে উঠেছিল এবং যেখানে মুসলিম সম্প্রদায়কে ভুল বুঝিয়ে বিভ্রান্ত করা হয়েছিল।

দুই সাধকের অনুধ্যান সভা রবিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি: আগামী রবিবার ১১ অক্টোবর বেলঘড়িয়া কালীতলাতে পরমপুরুষ সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেবের লীলা পার্ষদ ত্রিদণ্ডি স্বামী মাধম রামানুজ মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডি স্বামী পরাঙ্কুশ মহারাজের অনুধ্যান সভা অনুষ্ঠিত হবে। শাস্ত্রধর্ম সভার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ আলোচনায় অংশ নেবেন।

নন্দীগ্রাম-রেজিনগরের পর কলকাতা-হাওড়া পুরভোটে একক লড়াইয়ের প্রস্তুতি কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা ও হাওড়া: সদ্য সমাপ্ত নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর বিধানসভা উপনির্বাচনের ফল প্রকাশের পরের দিন থেকেই কলকাতা ও হাওড়া পুরনিগমের ভোটের প্রস্তুতি শুরু করতে মাঠে নেমে পড়ল প্রদেশ কংগ্রেস। এখনও নির্বাচন কমিশন ভোটের দিনক্ষণ এখনও ঘোষণা করেনি। তবে দুর্গাপুজোর পরেই দুই পুরনিগমে ভোট হতে পারে ধরে নিয়েই শনিবার থেকেই প্রার্থী বাছাই করার প্রক্রিয়া শুরু করে দিল দল। শুক্রবার বিধান ভবনে সাংবাদিক বৈঠক করে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার জানান, কলকাতা ও হাওড়া পুরভোটে প্রার্থী হতে আগ্রহীদের নির্দিষ্ট ফর্মে আবেদন করতে হবে। আবেদনপত্রে প্রার্থীর বায়োডেটা-সহ আরও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য দিতে হবে। ১১ অক্টোবর থেকে ১৬ অক্টোবর পর্যন্ত এই আবেদন জমা নেওয়া হবে। দলীয় সূত্রে খবর, প্রার্থীরা তাঁদের সংশ্লিষ্ট জেলা কংগ্রেস দপ্তরে আবেদনপত্র জমা দিতে পারবেন। আবার কেউ চাইলে বিধান ভবনেও সরাসরি আবেদন করতে পারবে। আবার ই-মেলের মাধ্যমেও এই আবেদন নেওয়া হবে। শুধু দীর্ঘদিনের কংগ্রেস কর্মীরাই নন, দলের বাইরে থাকা এমন ব্যক্তিরাও আবেদন করতে পারবেন, যাঁরা কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পুরভোটে লড়তে চান। যদিও এই সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে জোটের অঙ্ক নিয়েও আলোচনা শুরু হচ্ছে। লোকসভা ও জাতীয় রাজনীতিতে বিজেপি-বিরোধী আইএনডিআইএ-র শরিক কংগ্রেস ও তৃণমূল।

ডেঙ্গু নিয়ে আতঙ্ক নয়, সতর্ক থাকুন, বার্তা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা বাড়লেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে শনিবার দাবি করলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। সাধারণ মানুষকে অযথা আতঙ্কিত না হয়ে সতর্ক থাকার বার্তা দেন তিনি। বাড়ির আশপাশে জল জমতে না দেওয়া থেকে মশার কামড় এড়ানো, ডেঙ্গু প্রতিরোধে একাধিক বিষয়ে সাবধান দেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, শুধু পরিষ্কার জল নয়, নোংরা জলেও এডিস মশা ডিম পাড়তে পারে। তাই পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার পাশাপাশি জমা জলের উৎসগুলি চিহ্নিত করে তা সরিয়ে ফেলতে হবে। এছাড়াও স্বাস্থ্য দপ্তরের দেওয়া ৯ অক্টোবরের হিসাব অনুযায়ী, রাজ্যে বর্তমানে সক্রিয় ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ২০২। জেলা ভিত্তিক পরিসংখ্যানে শীর্ষে রয়েছে মুর্শিদাবাদ। সেখানে ৫৮ জন আক্রান্তের চিকিৎসা চলছে। কলকাতায় আক্রান্ত ২৮ জন। উত্তর ২৪ পরগনায় ১৭ জন এবং হুগলি ও মালদায় ১৩ জন করে সক্রিয় আক্রান্ত আছেন। বর্তমান পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে স্বাস্থ্য দপ্তর। বিশেষ করে আশঙ্কাজনক রোগীদের চিকিৎসায় বাড়তি সতর্কতা নেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও ডেঙ্গু প্রতিরোধ করতে সাধারণ মানুষের ভূমিকার উপর জোর দেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। এই প্রসঙ্গে তাঁর পরামর্শ, আতঙ্কিত না হয়ে সতর্ক থাকুন। মশার কামড় থেকে বাঁচতে মশারি ব্যবহার, মশা তাড়ানোর তেল লাগানো এবং হাত-পা ঢাকা পোশাক পরার কথা বলেছেন তিনি। বাড়ির ভিতরে কিংবা আশপাশে কোথাও জল জমে থাকলে তা অবিলম্বে পরিষ্কার করার নির্দেশও দেন তিনি।

শনিবার স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সতর্কবার্তায় বাড়ির ছোটখাটো জমা জলের উৎসগুলিওর কথাও উল্লেখ আছে। ফুলের টব, খালি বোতল, পুরনো টায়ার, চিপসের প্যাকেট কিংবা সিগারেটের প্যাকেটে জমে থাকা জল মশার বংশবিস্তারের কারণ হতে পারে। গ্রামাঞ্চলে কাটা পেঁপে গাছের ফাঁপা অংশ এবং বাঁশের খোলেও জল জমে থাকে। এই জায়গাগুলিতে নিয়মিত নজর রাখার পরামর্শ দেন তিনি। এডিস মশা শুধু পরিষ্কার জলেই জন্মায়, এই ধারণা ঠিক নয় বলেও জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, এডিস মশা পরিষ্কার ও নোংরা, দু'ধরনের জলেই ডিম পাড়তে পারে। বর্তমানে ডেঙ্গু মোকাবিলায় রাজ্যে ২৭টি বিশেষ শিবির চালানো হচ্ছে। দুর্গাপুজোর দিনগুলিতে চিকিৎসা পরিষেবা আরও সহজলভ্য করতে ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা ইউনিট চালু রাখার প্রস্তুতিও চলছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নির্দেশ, উৎসবের সময়েও যাতে চিকিৎসা পেতে কোনও সমস্যা না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে। রাজ্যের সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে ডেঙ্গুর চিকিৎসা পরিষেবা ২৪ ঘণ্টা চালু রয়েছে বলে জানানা তিনি। তাই জ্বর হলে অবহেলা না করে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়ার আবেদন জানাচ্ছে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর। পুজোর আনন্দের মধ্যে ডেঙ্গু প্রতিরোধে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা এবং জমা জল সরানোর বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন থাকার বার্তা দেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, সতর্কতা ও সময়মতো চিকিৎসার মাধ্যমেই ডেঙ্গুর ঝুঁকি কমানো সম্ভব।